তারিখ 09 OCT 1998
পৃষ্ঠা: ১২ কলাম ৪

ভোরের কাগজ

20

২ শিক্ষকের কক্ষে তালা □ ভাঙচুর

৪ ছাত্রকে ইচ্ছা করে ফেল করানোর অভিযোগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা

দীন মোহাম্মদ দীনু বা. কৃ. বি. থেকে : ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের তৃতীয় বর্ষের রেফার্ড পরীক্ষায় ৪ জন ছাত্রকে 'ইচ্ছাকৃতভাবে ফেল করিয়ে দেওয়ার' জের ধরে গতকাল বৃহস্পতিবার উত্তেজিত ছাত্ররা উক্ত অনুষদের সহকারী অধ্যাপক এরশাদুল হক এবং বিভাগীয় প্রধান আঃ কুদ্দুছের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

জানা যায়, শিক্ষক এরশাদুল হকের অধীনে তৃতীয় বর্ষের পরিসংখ্যান বিষয়ে সাময়িক পরীক্ষায় ৫৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ফেল করে ৫০ জন। এ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক এরশাদুল হকের অধীনে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করে। বিভাগীয় প্রধান আঃ কুদ্দুছ আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেওয়া হবে বললে ছাত্রছাত্রীরা শেষমেশ ঐ শিক্ষকের অধীনে পরীক্ষা দিতে রাজি হয়।

তবে চূড়ান্ত পরীক্ষায় রেফার্ড পাওয়া ৮ জন ছাত্রের মধ্যে ৪ জনকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানায় অকৃতকার্য ছাত্র জুয়েল। জুয়েল জানায়, ঐ শিক্ষকের অধীনে পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাদেরকে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে আরো জানায়, গত ২ বছরে সে ৬০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে তৃতীয়বর্ষে উন্নীত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তেজিত ছাত্ররা কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদীয় ছাত্র সমিতি কার্যালয় থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে উত্তপ্ত স্লোগানসহকারে উক্ত অনুষদের তৃতীয় তলায় গিয়ে দুই শিক্ষকের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং তাদের নেমপ্লেট ভাঙচুর করে। এ সময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. আবদুল আউয়াল তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তাৎক্ষণিকভাবে এ ব্যাপারে জরুরি সভায় মিলিত হন।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।